মুক্তমনা ঃ কিছু অকুতোভয় নিঃশঙ্ক মানুষের সাংস্কৃতিক লড়াই

মোঃ জানে আলম*

মুক্তমনা নামক সাইবার ফোরাম এর সাথে পরিচয় আমাকে প্রচণ্ডভাবে অনুপ্রাণিত করে। গো-গ্রাসে আমি তার অনেক নিবন্ধ-প্রবন্ধ পড়ে ফেলি। বিশেষভাবে অভিজিৎ রায়ের বিজ্ঞানভিত্তিক লেখাগুলো আমাকে ভীষণ আলোড়িত করে। পরবর্তী পর্যায়ে এক সময়ে আমি মুক্তমনার সদস্য হই এবং আমার কিছু লেখা মুক্তমনায় এবং মুক্তমনা ও সান-ফিচার এর,সৌজন্যে কিছু পত্রিকায়ও ছাপা হয়। মুক্তমনা এখন কিছু অকুতোভয় নিঃশঙ্ক মানুষের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের সুচনা । এ লড়াই আমাদের পঁচাগলা মুল্যবোধের বির"দ্ধে, এ লড়াই আমাদের চিন্তা ও বিবেকের প্রতিবন্দীত্বের বির"দ্ধে।

মুক্তমনার পাঁচ বছর হলেও আমার সাথে মুক্তমনার পরিচয় বছর দুই হলো––কখন কীভাবে সে কথা স্মরণ করতে পারছিনা। আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী––ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথেও সরাসরি সম্স্লৃক্ত। সে সুবাদে কিছু সভা-সমাবেশ ও সেমিনার-ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখার কিছু সুযোগ পেয়ে থাকি। প্রসঙ্গক্রমে সব জায়গায় বলার চেষ্টা করি, আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতার সাথে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার মুল বৈশিষ্টই হলো আমাদের চিন্তার আড়ষ্টতা। চিন্তা ও বিবেকের মুক্তি ছাড়া একটি আধুনিক ও উন্নত সমাজ সম্ভব হবেনা । কেবল একটি সুসমন্বিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন পারে জাতির চিন্তা-চেতনা ও মুল্যবোধের কাংখিত পরিবর্তন আনতে। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর এ বিষয়ে সচেতনাত নেই বললেই চলে। তাদের কারো কারো কিছু কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে বটে, যারা কেবল নৃত্য-সঙ্গীত-নাট্য চর্চার মধ্যেই তাদের কাজকর্ম সীমিত রাখে আর তাদের নেতা-নেত্রীদের জয়গান করে। এমতাবস্থায় যখন গভীরভাবে অনুভব করছিলাম কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন, পাঠচক্র গড়ে তোলার এবং এতদুপলক্ষে কিছু কাজও করছিলাম, তখন মুক্তমনা নামক সাইবার ফোরাম এর সাথে পরিচয় আমাকে প্রচণ্ডভাবে অনুপ্রাণিত করে। গো-গ্রাসে আমি তার অনেক নিবন্ধ-প্রবন্ধ পড়ে ফেলি। বিশেষভাবে অভিজিৎ রায়ের বিজ্ঞানভিত্তিক লেখাগুলো আমাকে ভীষণ আলোড়িত করে। পরবর্তী পর্যায়ে এক সময়ে আমি মুক্তমনার সদস্য

হই এবং আমার কিছু লেখা মুক্তমনায় এবং মুক্তমনা ও সান-ফিচার এর,সৌজন্যে কিছু পত্রিকায়ও ছাপা হয়। মুক্তমনা এখন কিছু অকুতোভয় নিঃশঙ্ক মানুষের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের সুচনা । এ লড়াই আমাদের পঁচাগলা মুল্যবোধের বির"দ্ধে, এ লড়াই আমাদের চিন্া ও বিবেকের প্রতিবন্দীত্বের বির"দ্ধে। তাই এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াইয়ে চালাতে হবে নিরব"ছিন্ন ও ক্লান্িহীনভাবে। এ লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে।

কারণ স্বাধীনতার দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পরও আজ আমরা অপার বিস্ময় ও বুকভরা বেদনা নিয়ে উপলব্ধি করছি যে, পশ্চাৎপদতার এক অচলায়তনে বন্দী হোয়ে আছে আমাদের প্রিয় মাতৃভুমি––বাংলাদেশ। যে ন্যুনতম আকা•খা ও স্বপ্ন নিয়ে ইতিহাসের এক নজিরবিহীন ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলাম, সে স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় আজ সমগ্র জাতি মুষড়ে পড়েছে। অথচ দীর্ঘ স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন––চুড়ান্ পরিণতিতে সশস্ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে চেতনা ও মুল্যবোধ অর্জন করেছিলাম, একটি সদ্যস্বাধীন জাতির এগিয়ে যাওয়ার জন্য তা ছিল অত্যন্ যুগোপযোগী। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের খোলস ভেঙ্গে নৃতাত্ত্বিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সামরিক স্বৈরতন্ের বিপরীতে গণতন্, শোষণহীন সমাজ বিনির্মাণ ও একটি অসান্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ, এসবই ছিল একটি ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও সশস্ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের অর্জন। সঙ্গত কারণেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পর আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানেও এসকল আদর্শ মুল রাষ্ট্রীয় নীতিমালা হিসাবে গৃহীত হয়। তারপরও কেন সে আধুনিক চেতনা ও মুল্যবোধের পথ ধরে আমরা এগুতে পারলাম না? কেন আমাদের এ ভাগ্য বিপর্যয়? কেন পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের কলঙ্ক তিলক আমাদের মাতৃভুমির ভালে শোভা পা"ছে? এ প্রশ্নগুলোর জবাবের মধ্যেই নিহীত আছে সর্বগ্রাসী এ পশ্চাৎপদতা থেকে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করার পথের দিশা––পশ্চাৎপদতার অচলায়তন ভাঙ্গার দিগ্নির্দেশনা।

<u>আমাদের সংকট কোথায়?</u>

আমাদের মুল সংকট আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা––মুক্তবাজার অর্থনীতিকে উন্নয়নের অব্যর্থ মডেল হিসাবে গ্রহণ করা হলেও স্বাধীনতার সাড়ে তিন দশক পরও বস্তুতঃ দেশে কাি•খত শিল্পায়ন ঘটেনি। কৃষিতে এখনো বিদ্যমান সামন্বাদী ও আধাসামন্বাদী উৎপাদন সম্স্লর্ক। ফলতঃ সমাজে যেমন শ্রেণী বৈষম্য তীব্র হোয়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য। উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্স্লর্কহীন এক শ্রেণীর শহুরে লুঠেরা ধনিকদের সীমাহীন জৌলুস–আধুনিক জীবন যাপন–আর অন্যদিকে গ্রামের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রাণান্কর আদি সংগ্রাম–এ স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্যই আজ আমাদের সমাজের বাস্বতা।

আমাদের সংকট সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা–– অশিক্ষা-কুশিক্ষা, ধর্মান্ধ চিন্া-চেতনা, কুসংস্কার ও সাম্স্রদায়িকতা, আমাদের ঐতিহ্য-ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক, আমাদের আত্নপরিচয় নিয়ে বিভ্রান্ি।

স্মর্তব্য যে, আর্থ-সামাজিক সংকট ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংকট পরস্স্নর নিবিড়ভাবে সম্স্নৃক্ত। অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা মৌলিক বিষয় (Basis of the society) হলেও সে সংকট সমাধানে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে বিভ্রান্ি এড়াতে আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি (Infra-structure) I DcwiKvVv‡gvi (Super-structure) দ্বান্দ্বিক সম্স্নর্কটা মনে রাখতে হবে। কারণ অনেকে গুলিয়ে ফেলেন যে, একটি আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি বা অবকাঠামোর উপর যেমন ঐ সমাজের উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে, আবার উপরি কাঠামোরও আছে আপেক্ষিক স্বাধীনতা––যা অবকাঠামোকে প্রভাবিত করে--পরিবর্তন করে। সহজভাবে বললে, আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার মুল কারণ বটে, তবে আমাদের এ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা উত্তরণের পথে প্রধান অন্রায়ও বটে। এভাবে আর্থ-সামাজিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার এক দুষ্টচক্রে (ারপরড়ঁং পরৎপষব) আটকে গেছে দেশ ও জাতির উন্নয়ন অগ্রগতি। তাই কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন––অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন––আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে এ সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব হবেনা। এ বক্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হবে।

সুনির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দর্শনের অভাবে অবাধ লুঠপাট-দুর্নীতি আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। যে কোন ভাবে ক্ষমতায় যাওয়া ও ক্ষমতায় থাকা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। পেশী শক্তি ও কালটাকার জোরে নেতৃত্ব ঠিকিয়ে রাখা আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। জনগণের কল্যাণে রাজনীতি--জনগণের জন্য রাজনীতির বিপরীতে স্বজনপ্রীতি- দলপ্রীতি-গোষ্ঠীপ্রীতি আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতার বিপরীতে পরিবারতন্-গোষ্ঠীতন্ আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। মুল নেতানেত্রীদের তোষামোদি, মোসাহেবী আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনীতিবিদরা সমাজের মেধাবী, ত্যাগী ও প্রাগ্রসর প্রজন্ম––এসব আজ কল্প কথায় পরিণত হোয়ে গেছে। জনগণের জন্য ত্যাগ––দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম––এসবের বিপরীতে পেশীশক্তি, কালটাকা ইত্যাদি হয়ে গেছে রাজনীতিতে টিকে থাকার, সাংসদ মন্ী হওয়ার

অব্যর্থ মহৌষধ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পঁচা ডোবায় জন্ম নিয়েছে মধ্যযুগীয় পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণার অসংখ্য শৈবাল––ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, নিয়তিবাদ, মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ। হীন রাজনৈতিক স্বার্থে–– ভোটের রাজনীতির কারণে--আমাদের রাজনীতিবিদরা––বিশেষভাবে বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতারা--যারা ক্ষমতায় আছেন, ক্ষমতায় ছিলেন এবং ক্ষমতায় যাবেন–– সে পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা ও মুল্যবোধের শিকড়ে জল সিঞ্চন করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। ব্যক্তিজীবনে তাদের সততা নিয়ে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত থাকলেও এবং পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত আধুনিক ও বিলাসবহুল জীবন যাপনে অভ্যস্থ এ রাজনৈতিক নেতারা রাজনৈতিক অঙ্গনে এক এক জন পুরাদস্তুর মোল্লা-পুরোহিত সেজে বসে আছেন। ধর্মের আলখাল্লা পরা, হাতে তসবিহ, মাথায় টুপি, টিকি, দাঁড়ি রাখা, ফি বছর হজ্জ করা, সভা-সমাবেশে ধর্মীয় মুল্যবোধের কথা বলা, তাদের অনেকেরই স্বভাব ধর্ম হোয়ে গেছে। একটি সমাজের শাসকশ্রেণীর মুল্যবোধই সমাজে প্রধান মুল্যবোধ হিসাবে বিরাজ করে। (The ruling ideas of a society are the ideas of the ruling class.)। তার সর্বগ্রাসী প্রভাব পড়ে সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপর। পরিণামে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার লতাগুল্ম-আগাছা জন্ম ও বিকাশের জন্য আমাদের সমাজের মানসভুমি অত্যন্ত উর্বর হয়ে আছে। সে সুযোগে সমাজের তৃণমুলের আমজনগণকে নিয়তিবাদ ও মৌলবাদে দীক্ষাদান সহজ হোয়ে গেছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে। ফলশ্র"তিতে মৌলবাদের বিকাশ ও জঙ্গীবাদের উত্থান।

তাই আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের যে আন্দোলন, সে আন্দোলনকে সফল করতে হলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুগপৎ গড়ে তুলতে হবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। প্রথমতঃ আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদৎপদতার স্বরূপ উদঘাটন করতে হবে। একটি জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা হলো তার মুল্যবোধ, চিন্ া, চেতনা, যুক্তিবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি, যা আবার মুলতঃ নির্ভর করে জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মানের উপর। একটি সমাজের প্রগতি নির্ভর করে জ্ঞানের প্রগতির উপর, অর্থাৎ সংস্কৃতির প্রগতির উপর। স্বাধীনতার দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পরও আমাদের শিক্ষার হার এখনো ত্রিশ শতাংশ অতিক্রম করেনি––তাও আবার অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষসহ। শিক্ষার গুণগতমান নিয়ে প্রশ্নতো আছেই। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা চললেও তার সবকিছুই সীমাবদ্ধ থাকছে কেবল শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য তেমন গুর"ত্ব পা"ছেনা। তাই শিশুশিক্ষা থেকে সর্বো"চ শিক্ষা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা কারিকুলামের একটি বৃহৎ অংশ জুড়েই আছে ধর্মীয় শিক্ষা। শিক্ষার বিষয়কে––বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে কেবল একটি টেক্‌নিক্যাল বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করা হ"ছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষা নিজেকে আলোকিত করা নয়, নিছক জীবিকা অর্জন––ক্যারিয়ার গড়ে তোলার উপায় মাত্র। শিক্ষার সাথে শিক্ষার দর্শনের সংশ্রব

নেই। তাই আমরা অবাক-বিস্ময়ে দেখি, আমাদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজগুলো থেকে প্রতি বছর ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ারদের সাথে দলে দলে হুজুরও বের হয়ে আসছে। তারা তাদের পরবর্তী কর্ম জীবনের বেশকিছু মুল্যবান সময় ব্যয় করে সাধারণ মানুষকে আলাহ ও ধর্মের পথে আহবান জানিয়ে। দেশ ও জাতির প্রতি যে ইহজাগতিক দায়িত্ববোধ, তা তাদের কাছে গৌণ। তারা কেবল পরকালের স্বর্গ অন্বেষণে উদগ্রীব। তারা তাদের পরলৌকিক মুক্তির জন্য যত উৎকণ্ঠিত, সমাজের ইহজাগতিক সমস্যা নিয়ে ততোধিক নিস্পৃহ। অর্থাৎ আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার গলদটা এত মারাত্মক যে, বিজ্ঞান শিক্ষাও আমাদের ছেলে-মেয়েদের বিজ্ঞানমনস্ক করতে ব্যর্থ হ"ছে। কারণ সত্যিকার বিজ্ঞানভিত্তিক কোন শিক্ষা কারিকুলাম আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমুহে অনুসরণ করা হয়না। মুলধারার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যেখানে এ অবস্থা, সেখানে সমাজের তৃণমুলে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় "কওমী মাদ্রাসা" শিক্ষা নামে বেসরকারী এক অদ্ভুত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত, যেখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানোতো দুরের কথা, উল্টোভাবে আধুনিক শিক্ষার বির"দ্ধে, সকল প্রকার আধুনিকতার বির"দ্ধে কোমলমতি ছেলেদের মগজ ধোলাই করা হ"ছে প্রতিনিয়ত। জীবনমুখী শিক্ষার পরিবর্তে সে সমস্ মাদ্রাসায় অধিক গুর"ত্ব দেওয়া হয়––শৌচাগারে ঢুকতে ও বের হতে কী দোয়া পড়তে হবে, কোন দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হবে, র"টির কোন পিট আগে খাবে, কীভাবে আক্দ হবে, কী কী কারণে বিবি তালাক দেওয়া যাবে, বিবির সাথে সহবাসের নিয়ম কী এবং তৎপর তৈয়ম্মুম কীভাবে করতে হবে, নারীদের পর্দাপুশিদা কী ভাবে নিশ্চিদ্র করে তাদের অন্পুরবাসিনী করা যাবে––আধুনিক জীবনের প্রেক্ষিতে তু"ছাতিতু"ছ এবং একান্ ব্যক্তিগত––ইত্যাকার বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হ"ছে––যার ভিত্তি হ"ছে মধ্যযুগীয় মুল্যবোধ, পরলৌকিক চিন্া ও নিয়তিবাদ। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক যে ক্ষতিটা তারা করছে, তাহলো গ্রামের গরীব মানুষের কোমলমতি সন্ানদের এমনভাবে মগজ ধোলাই করা হ"ছে, যার ফলে সব ঘটনার জন্য কোন কার্য-কারণ ব্যতিরেকে তারা নিয়তি এবং একমাত্র নিয়তিকেই দায়ী করছে, এর বাইরে কোন কিছুই তারা ভাবতে পারেনা। কার্য-কারণ মানা ছাড়া কোন মানুষ যুক্তিবাদী হতে পারেনা। তাই আজ আমাদের সমাজের যে সকল দুর্দশা, এমকি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে পর্যন্ তারা আল্লাহের গজব বলে মনে করে। অতএব, তাদের মতে কোন দুর্যোগ কিংবা কোন সংকটের প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সৃষ্টিকর্তা চাইবেন। তাই সকল প্রকার বালা-মুসিবত কিংবা সংকট সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য কেবল কায়মানোবাক্যে প্রার্থণা করা ছাড়া তাদের কাছে কোন বিকল্প থাকেনা। এ মাদ্রাসায় শিক্ষিত লোকেরা কিছু দিন পুর্বে ঘটে যাওয়া সুনামীর মত মহাদুর্যোগকেও আল্লাহের গজব বলে প্রকাশ্যে ফতোয়া দিয়েছে। মজার ব্যাপার হলো––তাদের কেহ কেহ সুনামীর ফলে সৃষ্ট সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গচুড়ায় আরবী 'আলাহু' শব্দও নাকি দেখতে পেয়েছেন এবং বিভিন্ন ইসলামী ওয়েব-সাইটে তা প্রচারও করেছেন। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সর্বোপরি সীমাহীন দারিদ্রের কারণে গ্রামের মানুষ এখনো

তাবিজ-মাদুলী পানিপড়া খেয়ে রোগ মুক্তির স্বপ্ন দেখে। নিজেদের সকল দুর্ভোগের জন্য নিজেদের নসীব বা নিয়তিকে দায়ী বলেই মেনে নি"ছে। যার ফলে ভাগ্য পরিবর্তনের কোন আন্দোলনে তারা শরীক হয়না। অথচ একমাত্র যুক্তিবাদী মানুষই নিজেদেরকে পরিচালিত করতে পারে যে কোন বঞ্চনার বির"দ্ধে সংগ্রামে। অতএব দেখা যা"ছে, আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা আমাদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার পথে দুর্ল•ঘ্য প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে করে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও পশ্চাৎপদতার যে সংস্কৃতি আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তা থেকে জাতিকে মুক্ত না করলে আমাদের সার্বিক মুক্তি সুদুর পরাহত। তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি প্রয়োজন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং অবিলম্বে তা শুর" করা উচিত এবং সে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুল বিষয় হবে বিবেকের মুক্তি, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা––যা অর্জন করতে হলে দীপ্ত কণ্ঠে র"খে দাঁড়াতে হবে সকল প্রকার নিয়তিবাদ, অদৃষ্টবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের বির"দ্ধে। সে অসমসাহসী ও যুগান্কারী লড়াইটি শুর" করেছেন কতিপয় অপরাজেয়-মেধাবী দেশপ্রেমিক ও মানবতাবাদী মানুষ মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) নামক সাইবার ফোরাম গঠন করে। বলাই বাহুল্য এ সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের মুল লক্ষ্য চিন্তার মুক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ সৃষ্টি, সকল প্রকার কুসংস্কার--নিয়তিবাদ--অদৃষ্টবাদ- অলৌকিকতায় বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে যুক্তিবাদের বিকাশ। সকল প্রকার চিন্তার মুক্তি ঘটাতে হলে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তার পরিধিও সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত সীমিত––শুধু কিছু ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে–– দেশের মধ্যে তার অবস্থান অনেকটা অপরিচিতও বটে। এমতাবস্থায় এজাতীয় ফোরামকে সাংগঠনিক কাঠামোতে নিয়ে এসে তাদের কর্মতৎপরতা আমজনগণের মধ্যে বিস্তৃত করতে হবে, আলোচনা, মতবিনিময়, পাঠচক্র, পত্রিকা-লিফলেট-পুস্কিকা প্রকাশের মাধ্যমে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বির"দ্ধেও মানুষকে সচেতন করতে হবে––তার অসারতা ও অযৌক্তিতা তুলে ধরে। মুক্তমনার জন্মের পঞ্চবার্ষিকীতে এটা হতে পারে আমাদের নোতুর উদ্যোগ।

আমাদের একবারের জন্যও ভুললে চলবেনা যে, আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবয়বের পরিবর্তন ছাড়া কেবল ক্ষমতার পালাবদল করে কিছু স্বার্থান্ধ, মুর্খ,গোঁড়া ও অহংকারী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতায় পাঠিয়ে আমাদের পশ্চাৎপদতার এ অচলায়তন ভাঙ্গতে পারা যাবেনা। তাতে জাতি কেবল উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে নিক্ষিপ্ত হবে বারংবার। অতএব মুক্তমনার পরিধি আরো সুবিস্তৃত করতে হবে–– এটাই হোক পঞ্চম জন্মশত বার্ষিকীর নোতুন অঙ্গীকার।

* মোহাম্মদ জানে আলম।
গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক,
গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি।